ক্রিকেটে এডওয়ার্ড কলেজের অবদান ৩ ❖ পৃষ্ঠা

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রকাশিত হয় প্রতি মাসের ১৪ তারিখ

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৮ ● ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ ● ঢাকা মঙ্গলবার ● ১৪ জুলাই ২০২৬ ● ২৮ মহররম ১৪৪৮ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

মন্ত্রীর আশ্বাসে প্রাণের সঞ্চার

ঢাকা-পাবনা ট্রেন চলবে আগামী মাস থেকে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালু হতে যাচ্ছে। আগামী মাস থেকে এ ট্রেন চলবে। স্বয়ং সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম একথা জানিয়েছেন। তিনি গত ২০ জুন দুপুরে পাবনা সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলাপ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তাঁর এই আশ্বাসে নতুন করে পাবনাবাসীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের আগস্টে দুটি রুটে নতুন করে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এর মধ্যে প্রথমে চালু হবে ঢাকা-পাবনা সরাসরি ট্রেন চলাচল। পরে চলাচল শুরু হবে ঢাকা-খুলনা সরাসরি ট্রেন। এরইমধ্যে লোকোমোটিভ প্রস্তুত হয়েছে। ট্রেন কোচও চলে আসছে। মন্ত্রী অবশ্য- কতো তারিখ থেকে ঢাকা-পাবনা ট্রেন চলাচল শুরু হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, এই সার্ভিসের জন্য দুটি নতুন কোচ ঠিক করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

উন্নয়নের চাকায় দুই মেগা প্রকল্প

‘রোগমুক্ত’ হচ্ছে অবকাঠামো?

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দীর্ঘকাল ধরে পাবনা শহর এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোর অবকাঠমোয় কার্যকর সংস্কার, পূনর্নির্মাণ বা নির্মাণ কাজ হয়নি। প্রয়োজনীয় দেখভাল এবং রক্ষাবেক্ষণ না থাকায় সেগুলো বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে পাবনার রুগ্ন ও বিদ্ধস্ত অবকাঠামো বদলে ফেলার জন্য দুটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হলো ‘পাবনা পৌর অবকাঠামোর টেকসই রূপান্তর’ ও ‘জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন মেগা প্রকল্প।’ দুই মেগায় রয়েছে ছোট-বড় মোট ২২

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বাজেট কেন বাজাবে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

চলতি অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট করেছে। এ বাজেট অংকের দিক থেকে সর্বকালের সর্ববৃহৎ। যদিও এর ঘাটতির অংক সবচেয়ে বেশি। এর আগে সর্ববৃহৎ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আওয়ামী লীগ সরকারের বাজেটের আকার ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, ঘাটতি ছিল ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের বাজেটে ঘাটতির অংক ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। নতুন বাজেট সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য হলো, এতে ‘কল্যাণ রাষ্ট্র’ গঠনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট, সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরির বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সতর্ক বার্তা

বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে দেশ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝে মধ্যেই ভূ-কম্পন অনুভূত হচ্ছে। রিখটার স্কেলে এগুলোর মাত্রা এখন পর্যন্ত ৬-এর নিচে থেকেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দেশ বড় ভুমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। কম্পনের মাত্রা ৮.২ থেকে ৯ মাত্রায় উঠলেই প্রলয়ঙ্করী ঘটনা ঘটবে। এদিকে গতমাস থেকে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু থেকে হালকা ভুমিকম্প অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ডাউকি ফল্ট এবং মধুপুর ফল্টের মতো বিপজ্জনক ভূ-চ্যুতিগুলোতে শত শত বছর ধরে বিপুল শক্তি জমা হয়েছে। যখনই এই শক্তি মুক্তি পাবে, তখনই ভূমিকম্পের মাত্রা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চলছে জেলা প্রশাসক ফুটবলের জমজমাট টুর্নামেন্ট

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জমজমাট আয়োজনে পাবনার শহীদ এডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে চলছে ৭ম জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবার কথা আগামী ১৭ জুলাই। এরইমধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রেসক্রিপশন সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র!

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

পাবনা জেলার একমাত্র নিবেদিতপ্রাণ বলে পরিচিত সরকারি প্রসূতি হাসপাতাল ‘পাবনা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র’টি বর্তমানে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জনবল সংকট, আধুনিক যন্ত্রাংশের অভাব এবং জরাজীর্ণ অবকাঠামোর কারণে গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের গর্ভবতী মায়েরা এখানে এসে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

রূপা খাতুনের কথা : সদর উপজেলার পূর্ব শালগাড়িয়া গ্রামের রূপা খাতুন আর কয়েক মাস পর তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন। নিম্নবিত্ত পরিবারের রূপা নিয়মিত প্রসবপূর্ব পরীক্ষার জন্য এই কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে তাকে বেশিরভাগ সময়ই ফিরতে হয় শুধু একটি প্রেসক্রিপশন নিয়ে। রূপা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম বা প্রয়োজনীয় পরীক্ষার কোনো সুবিধা নেই। প্রাইভেট ক্লিনিকে যাওয়ার সামর্থ্য নেই বলেই এখানে আসি। কিন্তু বেশিরভাগ সময় শুধু একটা প্রেসক্রিপশন নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়।’ তিনি জানান, প্রথম সন্তানের সময় সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হওয়ায় তাকে অন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

১৭-১৮ জুন সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আল মামুন এবং বামে উপস্থিত স্রোতা মন্ডলির একাংশ

পাবিপ্রবিতে প্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৩৯টি সেশনে ১৩ দেশের গবেষকদের

৩০৮টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

স্থাপনের ১৮ বছর পর প্রথমবারের মতো পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পাওয়ার, ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশনস, কম্পিউটিং অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিইসিসিআইআই) ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৭ জুন শুরু হয়ে ১৮ জুনে শেষ হয়। পরে ২৮ জুন দুইদিনব্যাপী 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইমার্জিং ফ্রন্টিয়ার্স ইন অ্যাডভান্সড সায়েন্স অ্যান্ডটেকনোলজিস (ইফাস্ট)-২০২৬ সম্পন্ন হয়।

২৭-২৮ জুন সম্মেলন : পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ জুন দুইদিনব্যাপী 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইমার্জিং ফ্রন্টিয়ার্স ইন অ্যাডভান্সড সায়েন্স অ্যান্ডটেকনোলজিস (ইফাস্ট)-২০২৬ সম্পন্ন হয়েছে। হাইব্রিড পদ্ধতিতে আয়োজিত দুইদিনব্যাপী সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশের গবেষক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, তরুণ গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। ৩৯টি সেশনে ৩০৮টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদ এবং মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া পের্লিস (ইউনিম্যাপ) যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে।

সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম এবং ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া পের্লিসের সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং ফ্যাকাল্টির প্রধান প্রফেসর টিএস ড. কেইউ নুরুল ফাজিরা কু আজির। কনফারেন্সে জেনারেল চেয়ার হিসেবে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান। অনুষ্ঠানে কো-কনভেনর ছিলেন পাবিপ্রবি'র পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খায়রুল আলম, টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম সচিব ছিলেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান খান। টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম সভাপতি ছিলেন জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম।

সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত শামীম বলেন, 'এ ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় আরও সহজ হবে। জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ আরও বাড়বে।' উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই সম্মেলনের মাধ্যমে ইনোভেশন, এনার্জি নিরাপত্তা, আইডিয়া এক্সচেঞ্জ, এআই প্রযুক্তি, ন্যানো টেকনোলজি প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণাগুলো সমাজের জন্য অবদান রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।'

১৭-১৮ জুন সম্মেলন : দুদিনের সম্মেলনে বাংলাদেশসহ আরও ১৩ দেশের গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদরা অংশ নেন। এতে ৯টি দেশের প্রতিনিধি স্বশরীরে এবং অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত, নেপাল এবং থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিরা।

সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মো. শামীম। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আল মামুন। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান।

সম্মেলনে মূল বক্তব্য প্রদান করেন জাপানের ইউনিভার্সিটি অব আইজুর অধ্যাপক ড. জুংপিল শিন। এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ও আইইইই বাংলাদেশ সেকশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ইমামুল হাসান ভূঁইয়া, আইইইই এমবিবিএস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. শেখ আনোয়ারুল ফাত্তাহ এবং আইইইই বাংলাদেশ সেকশনের নমিনেশনস কমিটির চেয়ারম্যান ড. সেলিয়া শাহনাজ। সম্মেলনের টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম কমিটির (টিপিসি) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসেন এবং আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন।

সম্মেলনের ৩৯টি সেশনে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশনস, কম্পিউটিং এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিষয়ক ৩০৮টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। এসব গবেষণাপত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, পাওয়ার ও এনার্জি সিস্টেম, যোগাযোগ প্রযুক্তি, নেটওয়ার্কস এবং নিরাপত্তা, স্মার্ট টেকনোলজি অবকাঠামো এন্ড এডভান্স ইলেকট্রনিকস, ভিএলএসআই এন্ড ইমব্রেডেড সিস্টেমের মতো সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংশ্লিষ্টরা জানান, এই সম্মেলন গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে এ সম্মেলন বাংলাদেশের গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের গবেষণা ও উদ্ভাবনকে বৈশ্বিক অঙ্গনে আরও সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

উদ্বোধনী দিনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাপানের আইজু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জুংপিল শিন। এদিনই শতাধিক গবেষক ১৮০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে এদিন বক্তব্য দেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. শেখ আনোয়ারুল ফাত্তাহ, যুক্তরাষ্ট্রের স্মার্ট গ্রিড, টেকসই জ্বালানী এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তি বিষয়ে নেতৃত্বে দেওয়া গবেষক অধ্যাপক ড. সাইফুর রহমানসহ দেশি-বিদেশি শতাধিক শিক্ষক ও গবেষক।

মুক্ত আলোচনা : উদ্বোধনী দিনে 'শিক্ষা-শিল্পের ঐকতান, কর্মসংস্থানের সমাধান' স্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে কোলাবোরেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীমের সভাপতিত্বে এ আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আল-মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. এ কে এম মতিনুর রহমান। গেস্ট অব অনার ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান এবং পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমি বগুড়া'র মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুল মজিদ প্রামানিক। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি, বুয়েটের অধ্যাপক, স্কয়ার গ্রুপ, রবি, বেঙ্গল গ্রুপ, ইউনিভার্সাল গ্রুপ, রূপপুর পারমানবিক পাওয়ার প্ল্যান্ট, জাপানী কোম্পানী, আরআরপি গ্রুপসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকরি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। মুক্ত আলোচনায় ইন্ডাস্ট্রির সমন্বয়ে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, ইনোভেশন, শিল্পের সঙ্গে সমন্বয়, ক্যারিয়ার ডে পালন, ইন্ডাস্ট্রি থেকে গেস্ট টিচার নেওয়া, শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে কাজ করার মানসিকতা, যোগাযোগের দক্ষতা, উপস্থাপনা ভালো হওয়া, করপোরেট যা চায় সেটি বোঝার চেষ্টা করা, শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কোর্স চালু করাসহ বিভিন্ন বিষয় স্থান পায়। দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুর রাজ্জাক। এদিন শতাধিক প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জাপানের ইয়ামাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শি সিয়াং লিইও, মালয়েশিয়ার ইউ কে এম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. তরিকুল ইসলাম, জাপানের রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সিয়ানচুরিও মৌরি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষক বুয়েটের অধ্যাপক ড. সিলিয়া শাহনাজ, অস্ট্রেলিয়ার বায়োইনফরমেটিক্স, স্বাস্থ্য তথ্যবিজ্ঞান, ডেটা সায়েন্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী মনি, অস্ট্রেলিয়ান গবেষক ড. রিপন কুমার চক্রবর্তী ও কানাডার স্মার্ট গ্রিড ও আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ইনোসেন্ট কামওয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

'রোগমুক্ত' হচ্ছে অবকাঠামো?

প্রথম পৃষ্ঠার পর : প্রকল্প। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন থাকা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮০০ কোটি টাকা। প্রকল্প নিয়ে সাংবাদিক, রেল সচিব, সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদ প্রশাসকসহ গণমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গত ২০ জুন পাবনা প্রেসক্লাবে মতবিনিময়ের সময় রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমও কথা বলেন। তিনি নিশ্চিত করে জানান, খুব দ্রুতই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, এই বিশাল বাজেটের আওতায় শহর এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল বা গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে আধুনিক বাজার (মার্কেট) ও ঘাটলা নির্মাণ, টেকসই সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে রেল ক্রসিং নির্মাণ এবং জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নানামুখী কাজ করা হবে। সূত্র জানায়, গ্রামীণ জনপদের পাশাপাশি পাবনা শহরবাসীর নাগরিক সুবিধা বাড়াতেও বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলজিইডির আওতায় পাবনা পৌরসভার সামগ্রিক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য একটি পৃথক প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পৌর এলাকার দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা ও সড়ক যোগাযোগ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। সূত্র মতে, গোটা প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো হলো- জেলার সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শহর ও গ্রামীণ জনপদের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, গ্রামীণ ও পৌর এলাকার কাঁচা ও পাকা সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, হাট-বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও জলাবদ্ধতা নিরসন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এই মেগা প্রকল্পের জন্য যাবতীয় তৎপরতা চালিয়েছেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। এ বিষয়ে তিনি বলেন, এলজিইডির মাধ্যমে পাবনা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২ হাজার ৯২০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু মন্ত্রণালয় ১৮০০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে পাবনায় কোনো অবহেলিত বা অনুন্নত অঞ্চল থাকবে না। দল-মত নির্বিশেষে জেলার সু-সম উন্নয়ন এবং জনগণের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতে আমার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। জেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু বলেন, ১৮০০ কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্প পাবনার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে পাবনাবাসী এই ধরনের একটি সমন্বিত বড় বাজেটের উন্নয়ন প্রকল্পের আশা করছিলেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার এই আধুনিকায়ন হলে জেলার অর্থনৈতিক চিত্র পুরোপুরি বদলে যাবে। সংসদ সদস্য শিমুল বিশ্বাস আন্তরিকতা ও দ্রুততার সঙ্গে উদ্যোগটি নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পাবনা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম প্রকল্পের কারিগরি অগ্রগতির বিষয়ে জানান, জেলার গ্রামীণ ও পৌর অবকাঠামোর টেকসই রূপান্তরের জন্য এই দুটি প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮০০ কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। এছাড়া পৌরসভার ড্রেনেজ ও সড়ক ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) তৈরির কাজও চলছে। সংসদ সদস্যের বিশেষ তৎপরতায় প্রকল্পগুলো দ্রুত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুমোদন পাওয়া মাত্রই মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।

বড় ভূমিকম্পের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : ৮.২ থেকে ৯.০ পর্যন্ত উঠতে পারে। রাজউকের এক সমীক্ষা বলছে, দিনের বেলায় ৬.৯ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হলেও রাজধানী ঢাকাতে অন্তত ৮ লাখেরও বেশি ভবন ধসে পড়ার এবং বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। শুধুমাত্র গত মাসের তথ্যানুযায়ী, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে অন্তত অর্ধ ডজন ভূমিকম্প হয়েছে। গত ২২ জুন রাত ৯টা ২৯ মিনিটে রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ৪.৪ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১৬ কিলোমিটার পূর্বে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে। এছাড়া ১৮ জুন রাত ৯টা ২৯ মিনিটে একটি মৃদু ভূমিকম্প পরকর্ড করে আবহাওয়া অধিদপ্তর। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪। এই ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে প্রায় ৩৬১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মণিপুর এলাকায়। ১২ জুন সিলেট ময়মনসিংহ ও আশেপাশের এলাকায় ৪.৫ মাত্রার, ১১ জুন সিলেট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৪.৫ মাত্রার, ৭ জুন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫.৬ মাত্রার (যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভুটানের পুনাখায়) ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। জুনে পাবনাতেও একাধিক দফায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া গত মাসে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি মাঝারি ও শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ৮ জুন ফিলিপাইনে ৭.৮ মাত্রার, ১৬ জুন ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ৬.৭ মাত্রার, একই দিন জাপানের টোকিওসহ পূর্ব জাপানে ৫.৫ মাত্রার, ২৫ জুন জাপানের হনশু প্রদেশের পূর্ব উপকূলের কাছে ৭.২ মাত্রার, জুনের মাঝামাঝিতে চীনের শিনজিয়াং এবং ইউনান প্রদেশে একাধিক দফায় ৫.২ থেকে ৬.৩ মাত্রার, ৭ জুন ভুটানে ৫.৬ মাত্রার, ১১ জুন ভারতের শিলচরে ৪.৫ মাত্রার এবং ১৮ জুন মণিপুরে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। ২৬ জুন ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে ৬ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এদিন সন্ধ্যা ৭টা ৪২ মিনিটে মিন্দানাও দ্বীপের সারাঙ্গানি শহর থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬৫ দশমিক ৭ কিলোমিটার গভীরে। মাত্র তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে একই এলাকায় একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পে ৮০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন।২৭ জুন আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৬.২ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে ভারতের রাজধানী নয়াদিলিসহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২১৫ কিলোমিটার গভীরে। উল্লেখযোগ্য যে, দুই বছর আগে গবেষণায় দেখা গিয়েছিল- ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের তালিকায় পাবনার নামও রয়েছে। যেমন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টা ৭মিনিটে পাবনায় যে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল, তার উৎপত্তিস্থল ছিল আটঘরিয়ায়। রিখটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৬। এতে পাবনাসহ কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর কেঁপে উঠেছিল। যে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় তার স্থায়ীত্ব ছিল ১৩ সেকেন্ড। এর আগের বছরের ২ ডিসেম্বর রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল তার উৎপত্তিস্থল ছিল লক্ষীপুরের রামগঞ্জ উপজেলা থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর-পূর্বে। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। বিশেষজ্ঞদের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পে দেশে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বড় মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। এ দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে, যেগুলো অনবরত বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। এই শক্তি যে কোনদিন বেরিয়ে আসবেই। আর সেটারই জানান দিয়ে চলেছে ছোট ভূমিকম্পগুলো। এটা বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। সূত্র বলছে, বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে অবস্থিত সবচেয়ে লম্বা ফাটলটি হলো চট্টগ্রাম-আরাকান ফাটল, যা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূল ও মিয়ানমারের উপকূলে অবস্থিত। ৯১২ কিলোমিটার লম্বা এই ফাটল সর্বোচ্চ ৮.৮-৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্প উৎপন্ন করতে পারে। ১৭৬২ সালে এই ফাটল থেকে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। সমস্ত শক্তি ছেড়ে দেওয়ায় তখন ৮.৫-৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়, যার ফলে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে যমুনা নদীর জন্ম হয়। এই ফাটলের অবস্থান চট্টগ্রাম বিভাগে, তাই এখান থেকে ভূমিকম্প তৈরি হলে সেখানেই ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হবে। সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সীমান্তে অবস্থিত ফাটলের নাম হলো দাউকি। ৩৫৫ কিলোমিটার লম্বা এই ফাটল সর্বোচ্চ ৮.৩-৮.৪ মাত্রার ভূমিকম্প উৎপন্ন করতে পারে। ১৮৯৭ সালে এই দাউকি ফাটল এবং ভারতের ওলধাম ফাটল মিলিতভাবে ৮.২-৮.৩ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করে। এতে ছোট সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, কান্তজিউ মন্দিরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা শহরের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাটল হলো মধুপুর ফাটল, যার দক্ষিণভাগ সরাসরি ঢাকা শহরের মধ্যে পড়ে। ১১৮ কিলোমিটার এই ফাটল দেশের সবচেয়ে ছোট ফাটলগুলোর একটা। তবু এটা সর্বোচ্চ ৭.৮-৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং এর অধীনে থাকা ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভিন্ন সময় পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকায় জনসচেতনতা জরুরি, জনগণকে সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। সূত্র জানিয়েছে, এরইমধ্যে বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিবেচনায় তিনটি অঞ্চলে (জোন) ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল সর্বোচ্চ ঝুঁকিকে থাকা অঞ্চলকে জোন-১-এ রাখা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা। এ অঞ্চলগুলো ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল এবং ময়মনসিংহের 'ডাউকি ফল্ট' ও সিলেটের 'শিলং ফল্ট' এর কাছাকাছি অবস্থিত। মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে জোন-২-এ রয়েছে ঢাকাসহ পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম। তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে জোন-৩-এ রয়েছে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা এলাকা।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্তা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

দৃষ্টি আকর্ষণ

লেখকের এই লেখাটি প্রায় ২৮ বছর আগে 'পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক'- এ প্রকাশিত হয়েছিল। পুরনো সেই দিনের কথা তুলে ধরতে সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর পাঠকদের জন্য লেখাটি প্রকাশ করা হলো। স/প

ক্রিকেটে এডওয়ার্ড কলেজের অবদান

কাজী হাবিবুর রহমান পান্না

আমি পাবনায় ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম আসাদ ভাই, তৌফিক আজিজ খান, মাহমুদজান, শামসুদ্দীন, আবদুর রহমান (আবুল), প্রণবেশ সেন, বাদশা, তাহাজ্জাদ হোসেন (অমল), বুলু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ১৯৫২ সালের শীতকালে। পাবনার ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৮ সালে ক্রিকেট খেলার হাতেখড়ি হয়েছিল আমার। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সেইসময় বিখ্যাত পন্ডিতপাড়া ক্রিকেট দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম ডিভিশানে খেলার সুযোগ পেলাম। আমি তখন ঐ দলের সর্বকনিষ্ঠ প্লেয়ার। তাই সিনিয়রগণ খুবই যত্ন সহকারে এবং ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাটিং এর বিভিন্ন কলাকৌশল আমাকে শিখিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে আমার সঠিক ও কেতাদুরস্ত খেলা প্রশংসিত হয়েছে। জিলা স্কুল থেকে পাশ করে ভর্তি হলাম আনন্দমোহন কলেজে। সেখানেও অতি সহজে কলেজ ক্রিকেট দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেলাম।

পিতা চাকুরি থেকে অবসর নেয়ায় ফিরলাম দেশে। এলাম পাবনায়। তখন একমাত্র এডওয়ার্ড কলেজ ব্যতীত আর কোথাও ক্রিকেট খেলা হতো না। পূর্ণাঙ্গ ১১ জনের ক্রিকেট দল গড়ার মত খেলোয়াড় সংখ্যার অভাব ছিল কলেজে। কেন জানিনা, আমাদের মত কিছু তরুণ কলেজ ছাত্রের নিকট ক্রিকেট অতি প্রিয় খেলা হিসাবে ধরা দিলো। ফলে আমরা কয়েকজন পাবনায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন এবং খেলাটি জনপ্রিয় করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলাম।

সেই ১৯৫২ সালে পাবনায় ক্রিকেট ব্যাট, বল গ্লাভস এবং উইকেট কোন দোকানে পাওয়া যেতো না। অর্ডার দিয়ে ঢাকা থেকে খেলার সরঞ্জামাদি আনিয়ে নিতে হতো। কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারিকে অনুরোধ করে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম কেনা হলো। কলেজের মাঠে আমরা নিজেরা রোড রোলার টেনে ক্রিকেট পীচ প্রস্তুত করলাম। এই সময় খোঁজ পাওয়া গেল ব্যাংক কর্মচারী শ্যামাপদ ঘোষ বাবুর। তাঁর মন গলানোর জন্য আমার মায়ের নামে ১৫ (পনের) টাকা জমা দিয়ে ১৯৫২ সালের শেষের দিকে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলাম। হাতে পায়ে ধরে এবং বহু অনুরোধ উপরোধ করে তাঁকে নিয়ে এলাম এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে আমাদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। শ্যামা দাদা বেশ জোরের সঙ্গে গতিময় আউট সুইং বল করতেন এবং সোজা ব্যাটে ফ্রন্টফুটে চমৎকার কভার ড্রাইভ মারতেন। ঐ দুইটি ছিল আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। সেই সময় আরেকজন বর্ষীয়সী ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে যোগ দিলেন, তাঁর নাম জনাব আবদুল আলীম। আমাদের আলীম ভাই। তিনি পাবনা কাচারীতে চাকুরি করতেন। তিনি শেখাতেন উইকেট কীপিং। প্রথমদিকে আমি বেশ কিছুদিন কলেজ দলে উইকেট কীপিং করেছি।

আমার আগে উইকেট কীপিং করতো বন্ধুবর প্রণবেশ সেন। সেই কালে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলে দক্ষ এবং বিখ্যাত উইকেট কিপার ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড় পি. সেন। তাঁর নামানুসারে প্রণবেশকে আমরা আদর করে ডাকতাম পি. সেন বলে। প্রণবেশ এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে পশ্চিমবাংলায় চলে যায় এবং সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস করে কলকাতা রেডিওতে চাকুরি গ্রহণ করে।

আমরা জোরেসোরে কলেজ মাঠে ক্রিকেট প্র্যাক্টিস শুরু করায় তখন বেশ কিছু স্কুল ছাত্র (কেউ কেউ তখন ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ত) আসতে শুরু করলো। এই একঝাঁক স্কুল ছাত্রকে ট্রেনিং দিয়ে পাবনায় ক্রিকেট খেলা আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হলো। কলেজ ও স্কুল ছাত্র এবং শ্যামাদাদা ও আলীম ভাই মিলে মিশে ২২ (বাইশ) জন ক্রিকেটারকে দুই দলে ভাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রীতি ক্রিকেট খেলার প্রচলন করা হলো। পাবনাবাসীগণ ক্রিকেটকে একটি খেলা হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। কলেজের পরিত্যক্ত ভাংগা ব্যাট এবং ফেলে দেওয়া ছেঁড়া প্যাড-বল আশে পাশের পাড়ার ছেলেরা নিয়ে যেত। কলেজের সন্নিকটে থাকায় আমার পাড়ার (রাধানগর-পৈলানপুর) ছেলেরা সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল। কলেজের ভাংগা ব্যাট, ছেঁড়া বল ও প্যাড তাদের ভাগ্যেই বেশী জুটেছে। কি যত্ন সহকারে ব্যাট-বল-প্যাড মেরামত করে কচিকচি ছেলেরা তা নিয়ে মাঠে নেমেছিল, তা স্মরণ করলে, ক্রিকেট সরঞ্জামের এই প্রাচুর্যের যুগে, আমার চোখে এখনও পানি আসে। পাবনার ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যেমন কলেজের অবদান অনস্বীকার্য, তেমনি রাধানগর-পৈলানপুর বয়েজ ক্লাব (আর.পি.বি.সি) এর অবদান ছোট করে দেখার উপায় নেই। সেইসঙ্গে স্মরণ করতে হবে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের কয়েকজন খেলোয়াড় হিতৈষী অধ্যাপকের নাম। অধ্যাপকগণের মধ্যে মরহুম আমিনুল হক ও মকবুল হোসেন সাহেবের নাম সর্বাগ্রে স্মরণে আসে। তারপর রয়েছেন অধ্যাপক সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেন, অধ্যাপক আনসার আলী এবং অধ্যাপক ফখরুল ইসলাম।

১৯৫৪ সাল থেকে পাবনা শহরের পাড়ায়-পাড়ায় কিভাবে ক্রিকেট খেলা শুরু হলো বা ক্রিকেট দল গঠিত হলো এবং কারা সেইসব খেলোয়াড়-এইবার সেই কাহিনী বলি। ১৯৫২-৫৩ সালে ক্রিকেট খেলা অল্পকিছু পরিচিতি লাভ করলে ১৯৫৩ সালের শেষ দিকে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ক্রিকেট লীগ খেলার প্রস্তাব রাখলাম। বন্ধুরা সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে প্রস্তুত ছিলেন বিনা দ্বিধায়। লীগ খেলার আয়োজন এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমাদের কারো ছিল না। আমার ছিলো শুধু লীগ খেলার অভিজ্ঞতা। তখনকার পাবনা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্তার নিকট ক্রিকেট লীগ খেলার আয়োজন করার প্রস্তাব রাখা মাত্র তাঁরা এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, মনে হলো আমি যেন তাদের কাছে কোন গোপন নিষিদ্ধ খারাপ কাজের প্রস্তাব রেখেছি অথবা আমার মাথায় নিশ্চয়ই কোন পাগলামীর লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। সেখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরলাম। কিন্তু আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো আর.পি.বি.সি'র তরুণ এবং কিশোর স্কুলগামী ছাত্র সদস্যগণ এবং আমার কলেজের সতীর্থবৃন্দ।

১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে পাবনায় ক্রিকেট লীগ খেলা শুরু করতে নীতি নির্ধারিত হলো যে, এডওয়ার্ড কলেজের ক্রিকেট দল লীগে অংশগ্রহণ করবে না এবং কলেজের ক্রিকেটারগণ নেতৃত্ব দিয়ে নিজ নিজ পাড়া থেকে ক্রিকেট টিম নিয়ে লীগ খেলায় যোগ দেবে। সব কয়টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে এবং কলেজেরই ক্রিকেট সরঞ্জাম দিয়ে। এই লীগ খেলা সফলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন পরিষদ সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে শীতে শুরু হলো পাবনায় ক্রিকেট লীগ। সেদিনের কথা স্মরণ করলে এখনও আনন্দে উদ্বেলিত হই। আজ ধূসর স্মৃতিতে তারিখ মনে নেই। মনে আছে, প্রথম খেলা দু'টি দলের মধ্যে একটি ছিল আর.পি.বি.সি. ক্রিকেট দল। সেই ঐতিহাসিক লীগ খেলায় আমার মতো পাগল বন্ধুরা এবং স্কুলের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল। সেদিন কোন লাঞ্চ খাবার পয়সা ছিল না। তবে কমিটি থেকে চুইংগাম এবং লজেন্স বিতরণ করা হয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে, স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, পাঁচটি ক্রিকেট দল নিয়ে লীগ খেলা শুরু হয়েছিল। আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আর.পি.বি.সি. দলকে। দলে ছিল আমার ছোট দুই ভাই। একজন বর্তমানে শল্য বিশেষজ্ঞ ডা. কাজী কামরুজ্জামান (মুক্তা) [বর্তমানে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান, পঙ্গু হাসপাতালের প্রফেসর এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ বিষয়ক কর্মকান্ডে পুরোধায় রয়েছেন]। দলে স্থান ছিল তার স্লো অফ-স্পিনার হিসাবে। এফ.আর.সি.এস. পড়াকালীন সময়ে বিলাতে ক্লাব ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। আর একজন কাজী হামিদুজ্জামান (মিন্টু), [বর্তমানে ব্রিটিশ চা বাগান এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ডানকান ব্রাদার্সের মার্কেটিং ডাইরেক্টর (চা)]। তখন সে খুবই ছোট ছিল। ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়তো। বেশ জোরে বল করতো। পরবর্তীকালে খুবই ভাল ব্যাটসম্যানে পরিণত হয়। আমার (১৯৫৭) মত করাচীতে নিখিল পাকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ট্রেনিং ক্যাম্পে সে ১৯৬৩ সালে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। আর ছিল আমার দুই মামা। বয়সে তারাও ছোট। স্কুলের ছাত্র তখন। একজন হুসনে জামাল হাসু মামা। পরে সে ঢাকা আর্টস কলেজের ডিগ্রী প্রাপ্ত আর্টিস্ট হয়েছিল। আরেক মামা ড. রওশন কামাল রাশু মামা। মেধাবী ছাত্র। এম.কম. পাস করে এডওয়ার্ড কলেজে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। পরে জাপান থেকে পি.এইচ.ডি. করেছিল। কয়েক বছর কুটির শিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে শ্রীলংকায় ছিল। সেও করাচীতে ক্রিকেট ট্রেনিং নিয়েছিল ১৯৬১ সালে। চমৎকার ব্যাটিং করতো। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ২/৩ বৎসর আমরা তাকে কলেজ ক্রিকেট দলে খেলিয়েছি। আরও দুই ভাই দলে ছিলো, আমার সঙ্গে সম্পর্কে আত্মীয়ের চেয়ে বেশী। হাবিবুর রহমান (বকু) এবং সাইদুর রহমান (রকু)। সে এম. এস. সি. পাস করে রেড-ক্রিসেন্ট ও অক্সফ্যামের কান্ট্রি ডাইরেক্টর পদ থেকে অবসর নিয়ে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর রকু একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবেও স্বীকৃত। সেইসঙ্গে ছিল ফার্স্ট বোলার খুশি এবং ব্যাটসম্যান বাঁশী, রানু ও সেলিম। এই দলে পরে বাসু ও মজিদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এদের কথা এত বিশদভাবে বললাম এই কারণে যে, এরা সবাই পরবর্তীকালে শুধু স্কুল বা ক্লাব দলে নয়, এডওয়ার্ড কলেজ ও পাবনা জেলা ক্রিকেট দলে খেলেছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং পাবনার কৃতী সন্তানরূপে স্বীকৃত।

বর্তমান সময়ে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের মূল ভবন

বন্ধুবর তৌফিক আজিজ খান, বাংলাদেশ রেডিও-টিভির বিখ্যাত ভাষ্যকার স্পোর্টস সাংবাদিক, গুণী নাট্যশিল্পী এবং পরে দৈনিক ডেইলী স্টার পত্রিকার নির্বাহী পরিচালক। সে নিয়ে এলো পাবনা জিলা পাড়া থেকে একটি ক্রিকেট দল, যে দলে ওর আরও ছোট দুই ভাই খেলেছিল। আবদুর রহমান (আবুল) ছোট ভাই-ভাগ্নেসহ নিয়ে এলো আরেক ক্রিকেট দল। মুসা ও ইলিয়াস (পরবর্তীকালে দুজনেই ডাক্তার), নিয়ে এলো একদম বাচ্চাদের নিয়ে গঠিত ক্রিকেট দল। আরও একটি দল ছিল, বন্ধুবর মাহমুদ কোরেশী নিয়ে এসেছিল। সে দলে ছিল তার ভাই, ভাগ্নে ও ভাস্তেরা।

প্রথম লীগ খেলায় আম্পায়ার ছিল বন্ধুবর প্রফেসর শামসুল ইসলাম, দেশের বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ও মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত। আমার এক মামা ওয়াফিদ হোসেন (নাগু), মহসিন জুট মিলের প্রোডাকশন ম্যানেজার পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। আমাদের সিনিয়র ছাত্র আবুল হোসেন, আবহাওয়াবিদ হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত। এই তিনজনকে সর্বদা স্মরণ করা দরকার।

সেই ঐতিহাসিক ক্রিকেট লীগ ম্যাচে আর.পি.বি.সি. দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং আমরা যে কাপ পেয়েছিলাম কাঠশুদ্ধ সেটার উচ্চাতা ছিল মাত্র ৩.৫ (সাড়ে তিন ইঞ্চি)। এর পর আর.পি.বি.সি. ক্রিকেট দল পাবনার ক্রিকেটের পুরোধায় থেকেছে প্রায় ১০ (দশ) বছর। আমি দুঃখিত, ঐ কাপটি খোয়া গেছে ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র লুণ্ঠন করেছিল। তারপর ঐ কাপটি আর পাওয়া যায়নি।

বর্তমান সময়ে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ মাঠের একাংশ

কলেজের বিজ্ঞান ভবন

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

দেড় শতকের গৌরব পাবনা পৌরসভা

৬-এর পৃষ্ঠার পর : থেকে ৬৯ পর্যন্ত কফিল উদ্দিন আহমেদ এবং ১৯৬৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত এডভোকেট আমিনুদ্দিন দায়িত্বে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের বছরে অর্থাৎ ১৯৭১ সালে জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান মাত্র ৩ দিন প্রশাসকের দায়িত্বে থাকেন (৩০/১/৭১-১/২/৭১), আবদুল হাকিম সিএসপি (জুলাই ৭১ থেকে ফেব্রুয়ারি ৭২), এম এ কাশেম (৭/২-/৭২-৪/৪/৭২), মদন মোহন দাস (এপ্রিল ৭২ থেকে জানুয়ারি ১৯৭৪)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন শিক্ষাবিদ আবদুল গনি (১/৩/৭৪-১০/১০/৭৫)। ১৯৭৫ সালের আগস্টে পট পরিবর্তনে তিনি গ্রেফতার হন। পরের বছর কমিশনার আলতাফ হোসেন মনোনীত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উপলক্ষে তিনি তথ্য সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন। এর আগে প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন আজিজুর রহমান ইপিসিএস (১০/১০/৭৫-১৮/১১/৭৫)। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হন সোহরাব উদ্দিন সোবা (১৮/১১/৭৫-৯/২/৭৬)। দেড়শ বছরে একের পর এক ক্ষমতায় প্রশাসক আর চেয়ারম্যান তরঙ্গ দোলা দিয়ে গেছেন শহরবাসীকে। থেকে থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের ধারা প্রভাব ফেলেছে জনসেবায়।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বীরেশ চন্দ্র মৈত্র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেয়া অনুদানের ১ কোটি টাকা পেয়ে তিনি উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। পাকা নর্দমাসহ অবকাঠামোও এর স্পর্শ পায়। ১৯৮৪ সালে নির্বাচিত হন আবদুল মোহিত। তিনি বাস টার্মিনাল নির্মাণ, পৌর এলাকা সম্প্রসারণ, সড়ক সংস্কার করান। ১৯৮৯ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জহুরুল ইসলাম বিশু। দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। পানীয় জল সরবরাহ আধুনিকীকরণসহ মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদনে সমর্থ হন। তাঁর কার্যকালেই পাবনা পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা অর্জন করে।

১৯৯৩ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শেখ শহীদুল্লাহ বাচ্চু (২১/৩/৯৩-৪/৪/৯৭)। মেয়াদ পূরণের আগেই তিনি ১৯৯৭ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। পদটি শূন্য হলে নুরুল ইসলাম নান্নু দায়িত্বে বসেন। মনোনীত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ওই বছরের ২৯ এপ্রিল থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত। এর পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মোশারোফ হোসেন। (২৭/৭/৯৭-৭/৪/৯৯) মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে ২০০৪ সালের ৩০ মে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর নির্বাচিত হন কামরুল হাসান মিন্টু। ১/৬/২০০৪ থেকে ১১/৫/২০০৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২য় মেয়াদে তিনি মেয়র পদবী লাভ করেন। ১২/৫/০৮ থেকে চেয়ারম্যানের স্থলে ‘মেয়র’ পদ বাচক শব্দ ব্যবহার শুরু হয়। তিনি ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এই বছরে মেয়র নির্বাচিত হন শরীফ উদ্দিন প্রধান। পদে ছিলেন ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। বর্তমানে পৌরসভার প্রশাসক খায়রুল ইসলাম।

২৭ বর্গকিলোটার আয়তনের এই পৌরসভায় দেড়শ বছরেও কোন নারী চেয়ারম্যান পদে বসতে পারেননি। শহরে ক্রমাগত জনসংখ্যা বাড়ছে। ৪০ হাজারেরও বেশি হোল্ডিং রয়েছে। ভোটার প্রায় ২ লাখ। চেয়ারম্যান হিসেবে দেড়শ বছর আগে উইলিয়াম জে রিজ যখন পাবনায় আসেন, তখন শহর বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তিনি একটু একটু করে এ শহর তৈরি করতে থাকেন। নাগরিক সেবা দিতে এবং খাজনা আদায়ে যা যা করণীয় ছিল তা করেন। পাশাপাশি ইঁদারা পাত কুয়া এবং পুকুর খননেও উদ্যোগী হন। ১৮৭০ সালে কালেক্টরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘জনগণের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনাও কম। দারিদ্রের প্রধান কারণ, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক, উৎসবাদিতে অনেক টাকা ব্যয় করার প্রবণতা, কৃষক সমাজের হাতে মূলধনের অভাব থাকা, নগদ টাকা ধার দেনেঅলা মহাজন শ্রেণীর উপস্থিতি।’

১৮৭৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই ১৫০ বছরে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের চেয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রশাসকের সংখ্যাই বেশি। তাঁরাই দীর্ঘ দিন পৌরসভায় দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনিয়মের বলি পাটক্রয় কেন্দ্র

শেষের পৃষ্ঠার পর : এখন দেখি, গোলজার হোসেন নামের একজন ‘লিজ নিয়েছেন’ বলে দখল করে বসে আছেন। এর মধ্যে কিছু জমি বিক্রিও করেছেন।

চৌবাড়িয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের শাহীন আলম বলেন, ‘আমার দাদা এই পাটক্রয় কেন্দ্রের সরদার ছিলেন। ওই সময় দেখেছি, এখানে অনেক পাট কেনাবেচা হতো। কৃষক আর ব্যাপারীরা নদীপথে পাট নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করতেন। অনেক মানুষের আনাগোনা ছিল।’ একই গ্রামের জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘এই পাটক্রয় কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার পর অনেকে বেকার হয়েছেন। এখন যদি দখলমুক্ত করে আবারও এটি চালু করা যায়, তাহলে এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। এলাকার পাটচাষীরাও লাভবান হবেন।’ চৌবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল রানা বলেন, ‘পাটক্রয় কেন্দ্রটি অনেক বছর যাবত অরক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এই সুযোগে বেদখল হয়ে গেছে। এখানকার জমিও কেনাবেচা হচ্ছে। কিন্তু দেখার কেউ নেই। এটা যদি উদ্ধার করে চালু করা হয়, তাহলে এলাকার মানুষের জন্য অনেক উপকার হবে।’

সরেজমিনে দেখা গেছে, দখল হওয়া জমিতে ঘর ভাড়া করে আছেন যাটোর্ধ বিধবা আছিয়া খাতুন। তিনি বলেন, ‘এখানকার দুখু মিস্ত্রির কাছ থেকে জমি কিনেছেন জহুরুল ইসলাম। তিনিউ এখানে ঘর করে ভাড়া দিয়েছেন। আমাদের থাকার মতো বাড়িঘর নেই। তাই জহুরুলের কাছ থেকে ঘর ভাড়া নিয়ে চার বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। প্রতিমাসে ১২০০ টাকা ভাড়া দিচ্ছি।’ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েক বাসিন্দা জানান, গোলজার হোসেন লিজ নিলেও, পাট ক্রয় কেন্দ্রের জায়গা বিক্রি হতে হতে কয়েক হাত বদল হয়েছে। তারা ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে খাচ্ছেন। বিক্রি না হলে পাকা ঘরবাড়ি স্কুল কিভাবে হয়?

দেখা গেছে, পাটক্রয় কেন্দ্রের জায়গায় রয়েছে ভাঙ্গুড়া মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মিফতাহুল ফালা পিন ক্যাডেট মাদ্রাসা, একটি মসজিদ, একটি মন্দির। এছাড়া শওকত আলী ও আফরোজা বেগম নামে দুই ব্যক্তির জায়গাও রয়েছে, যেগুলো তারা ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ মিলেছে।

দখলের বিষয়ে ভাঙ্গুড়া মডেল স্কুল এন্ড কলেজের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আবদুল হাই সিদ্দিকী বাচ্চু দাবি করেন, ‘আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পাটক্রয় কেন্দ্রের জায়গার বাইরে। আমরা স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে ৮ শতাংশ জায়গা লিজ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে পাটক্রয় কেন্দ্রের জায়গা দখলের অভিযোগ সত্য নয়।’ মিফতাহুল ফালাহ প্রি ক্যাডেট মাদরাসার পরিচালক হাফেজ ক্বারী গোলাম মোস্তফা রবি বলেন, ‘অনেকেই জায়গা দখল করেছে। সেটা দেখে আমিও একটা মাদ্রাসা করেছি। আমি কোনো লিজ নেইনি। সরকার চাইলে ছেড়ে দিতে হবে।’ আফরোজা বেগম নামের গৃহবধূ বলেন, ‘আমি ভূমি অফিস থেকে লিজ নিয়েছি ৫ শতাংশ জমি। সেখানে বাড়ি নেই, কিছু আম গাছ লাগানো আছে। ওই জমি পাটকেন্দ্রের জায়গা নয়।’

অভিযুক্ত লিজ গ্রহিতা বিএম গোলজার হোসেন বলেন, ‘পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে বৈধভাবে আমাকে লিজ দেয়া হয়েছে। এরকম সারাদেশে ১১৪টি কুঠি লিজ হয়েছে, তার মধ্যে আমি একজন। লিজ পাওয়ার পর আমি এখানে খামার করেছি। বিক্রি করার অভিযোগ সঠিক নয়। এরকম এখতিয়ারও আমার নেই। তবে দোকানপাট ও ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দেয়ার এখতিয়ার আমার আছে। বাৎসরিক দেড় লাখ টাকা লিজমানি দিয়ে আমি এখানে আছি।’

এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘ওই জমিটি বর্তমানে পাট মন্ত্রণালয়ে অধীনে আছে। রেকর্ডিয় মালিক জেলা প্রশাসন। তবে এ বিষয়ে পাট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি মামলা চলমান রয়েছে। সর্বশেষ ২০২৫-২০২৭ সাল পর্যন্ত গোলজার হোসেন নামের একজনকে পাট মন্ত্রণালয় থেকে ইজারা দেওয়া আছে।’ তিনি বলেন, ‘পাটক্রয় কেন্দ্রের মোট জায়গা ৩ দশমিক ৫৫ একর। গোলজার লীজ নিয়েছেন ২ দশমিক ১৯ একর। এর বাইরে পাটক্রয় কেন্দ্রের আরও জায়গা আছে। সে জায়গা তো আমরা লিজ দিতে পারিনা। আর আমার জানা মতে, এ বছর বা গতবছর ভূমি অফিস থেকে সেখানে কোনো জায়গা লিজ দেয়া হয়নি। জমি লিজ নিলে তো প্রতিবছরই রিনিউ করতে হয়। কেউ যদি উপজেলা এসিল্যান্ড অফিস থেকে লিজ নেয়ার দাবি করে, তাহলে সেটা সঠিক নয় বলে মনে করি।’

সহকারী কমিশনার আরও বলেন, ‘আমরা সরেজমিনে পরিদর্শন করে কিছু অনিয়ম ভুল-ত্রুটি পেয়েছি। অবৈধ দখলদার এবং পাকা ভবন পেয়েছি। বিষয়টি এরইমধ্যে পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব স্যারকে জানিয়েছি। মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। তবে নতুন করে যাতে কেউ অবৈধভাবে দখল করতে না পারে, সে বিষয়ে প্রশাসন তৎপর রয়েছে।’

ভাঙ্গুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুজ্জামান বলেন, ‘এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাট অধিদপ্তর থেকে একটি চিঠি এসেছে। আমরা খুব দ্রুতই সেখানে সরেজমিন তদন্ত করে যারা অবৈধ দখলদার আছে, তাদের উচ্ছেদে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

এ বিষয়ে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয় বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের উপ-পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান মাকছিমের সঙ্গে। জায়গা অবৈধভাবে দখল হয়েছে স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা আন্তরিক। পাবনা জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় একটি পত্র দিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।’

নাজিম উদ্দিন খোকা

শেষের পৃষ্ঠার পর : বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রতি প্রবল মোহ ছিল তার। ১৯৯১ সাল থেকে পাবনা জিলা স্কুলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের পথে থামিয়ে পরিচিত হতে শুরু করেন তিনি। ইন্টারনেটবিহীন সে যুগে কিশোরদের মনে বুয়েট-মেডিকেলে পড়ার স্বপ্ন বুনে দিতেন। ভালো ফলের খবর পেলেই দিতেন কলম, পেন্সিল বক্সসহ নানা উপহার।

কেউ খারাপ আড্ডায় পড়ছে কি না– সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বই কিনে দেওয়া থেকে পরীক্ষার ফি বা রেজিস্ট্রেশনের খরচ জোগাতেন তিনি নিজের সামান্য আয় থেকে। ব্যবসাপাতি বন্ধ রেখে গাঁটের পয়সা খরচ করে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে চলে যেতেন ঢাকা বা রাজশাহীর ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রে। খোকা মামার এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রম বৃথা যায়নি। তার স্নেহধন্য সেই কিশোররা আজ দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত– কেউ মাইক্রোসফটের গবেষক, কেউ বুয়েটের অধ্যাপক, কেউবা প্রথিতযশা চিকিৎসক বা সাংবাদিক।

তাদেরই একজন বুয়েটের অধ্যাপক ফেরদৌস সারোয়ার সৈকত। ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করা এই শিক্ষাবিদ বলেন, ‘মামা সবসময় আমাদের ভালো পরামর্শ দিতেন। তাঁর আঙিনায় ধূমপায়ীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি আমাদের মনে এমনভাবে রোমাঞ্চ জাগাতেন যে, বুয়েটকে মনে হতো এক স্বপ্নের জগৎ।’ তিনি আরও বলেন, ‘আজও তিনি ঢাকায় এলে বুয়েটে আমাদের দেখতে আসেন। শত চেষ্টাতেও নিজের জন্য কিছুই নেন না; আমাদের দেখেই তিনি শান্তি পান।’

একই সুর স্বনামধন্য গণমাধ্যমকর্মী শোভন আরেফের কণ্ঠেও। তিনি বলেন, ‘খোকামামা নিজে আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না, থাকতেন ভাইয়ের বাড়িতে। কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবার বিন্দুমাত্র সময় তাঁর ছিল না। তিনি নিঃস্বার্থভাবে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার্থীদের আগলে রেখেছেন এবং সফলতার বন্দরে পৌঁছে দিয়েছেন।’

২০০৫ সালের পর প্রযুক্তির ছোঁয়ায় স্টেশনারি ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে জীবিকার তাগিদে মোবাইল রিচার্জের ব্যবসা শুরু করেন খোকা। মোবাইল ইন্টারনেটে ব্যস্ত প্রজন্ম খুব একটা আসে না খোকার দোকানে। তবে, এখনও বড় ভাইদের কাছে গল্প শুনে অনুজদের কেউ কেউ আসে মামার খোঁজে।

পাবনা জিলা স্কুলের ২০২২ ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী জামিউল হাসান সোহান বলেন, ‘২০২৫ সালে আমার এইচএসসি পরীক্ষার আগে তিনি আচমকা ফোন করে শুভকামনা জানান। হোস্টেলে থাকায় সকালে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে আমার ভয়ের কথা শুনে তিনি প্রতিটি পরীক্ষার দিন সকাল ৮টায় নিজে ফোন দিয়ে আমার ঘুম ভাঙাতেন। একজন মানুষ কতটা আন্তরিক হলে সামান্য পরিচয়ের একজন কিশোরের কথা এভাবে মনে রাখতে পারেন!’

খোকার বয়স এখন ৬৫ ছুঁইছুঁই। টানাপোড়েনের সংসারে দুই সন্তানের লেখাপড়াসহ নানামুখী খরচের গোলমেলে হিসাব মেলাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হয়। তবে তা নিয়ে এতটুকুও আক্ষেপ নেই তাঁর। প্রতিষ্ঠিত ভাগ্নেরা যখন সাফল্যের পেছনে খোকার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় অবনত হয়, তখন এই লাজুক সাদা মনের মানুষটির চোখ গর্বের অশ্রুতে ভিজে ওঠে।

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন নতুন এক মানবিক দায়িত্ব। শহরের যেকোনো গুণী বা পরিচিত মানুষের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি এক নীরব শোকবার্তাবাহক হয়ে ওঠেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকবার্তা জানানো থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তির জানাজায় খোকার উপস্থিতি যেন অবধারিত।

বড় বড় ডিগ্রি আর অঢেল বিত্ত-বৈভব হয়তো অনেক কিছু দিতে পারে, কিন্তু একজন ‘খোকা মামা’ হতে গেলে যে বিশাল হৃদয়ের প্রয়োজন, তা সত্যিই বিরল। সাধারণ মানুষ হয়েও কীভাবে অসাধারণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, তিনি তাঁর জীবন্ত উদাহরণ। পাবনার এই নিঃস্বার্থ বাতিঘর যুগে যুগে আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন।

‘গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠান

‘গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক সংলাপ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা প্রকল্পের আওতায় ‘গণতন্ত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক সংলাপ গত ১০ জুন বিকেলে পাবনা শহরের আবদুল হামিদ সড়কের ডিএইচআরএমও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিস্ট্রিক্ট হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার নেটওয়ার্ক পাবনার সভাপতি আবদুল মতীন খান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান এবং মানবাধিকার কর্মী নাজনীন শবনম। পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি ও ডিস্ট্রিক্ট হিউম্যান রাইটস মনিটরিং অফিসার কামাল আহমেদ সিদ্দিকী ধারণাপত্র উপস্থাপন ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ‘বাঁচতে চাই সমাজ উন্নয়ন সমিতি’ পাবনার নির্বাহী পরিচালক আবদুর রব মন্টু। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সম্পাদক উৎপল মির্জা, দৈনিক নতুন বিশ্ববার্তার সম্পাদক শহীদুর রহমান, প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি সিফাত রহমান সনম, সাবেক সম্পাদক সৈকত আফরোজ আসাদ এবং ডেইলি স্টারের আহমেদ হুমায়ুন কবীর তপু।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সম্পাদক আঁখিনুর ইসলাম রেমন, অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি রুমি খন্দকার, ভোরের কাগজের রফিকুল ইসলাম সুইট, এটিএন নিউজের রাইসুল ইসলাম রিজভী জয়, ৭১ টেলিভিশনের মুস্তাফিজুর রহমান রাসেল, দৈনিক বিবৃতি’র নির্বাহী সম্পাদক কাজী মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, চ্যানেল ২৪-এর শাহীন রহমান, দীপ্ত টেলিভিশনের আরিফ আহমেদ সিদ্দিকী, মাছরাঙা টেলিভিশনের শহীদুল ইসলাম রিজু, দৈনিক আমাদের সময়ের সুশান্ত কুমার সরকার, দৈনিক পাবনার সময়ের প্রকাশক শীলা চৌধুরী, স্টার নিউজের শামসুল আলম, এখন টিভির মাসুদ রানা, ঢাকা পোস্টের রাকিব হাসনাত, এনটিভি অনলাইনের জুবায়ের খান প্রিন্স, দৈনিক ইনকিলাবের সংবাদদাতা রনি ইমরান এবং দৈনিক সংবাদ সংযোগের খালেদ আহমেদ।

সংলাপে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, তথ্য অধিকার আইন, ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধ এবং সাংবাদিকদের পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংবাদিক ও মানবাধিকার নেটওয়ার্ক কমিটি গঠন করা হয়।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পাবনা-ঢাকা সরাসরি রেল সার্ভিস চালু নিয়ে কথা বলেন রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম

ঢাকা-পাবনা ট্রেন চলবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : এই কোচ আসা মাত্রই ট্রেন সার্ভিস চালু হবে। যদি এই কোচ চলতি জুলাইয়ের শেষ দিকে এসে যায়, তাহলে আগস্টের শুরু থেকে সার্ভিস চালু হবে। সূত্র নিশ্চিত করছে, ব্র্যান্ড নিউ এলএইচবি কোচ দিয়ে চালু হবে পাবনা-ঢাকা সরাসরি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস। ট্রেনটি বাংলাদেশ রেলওয়ের টিটি ৫৪ মোতাবেক নির্ধারিত সময়সূচিতে চলাচল করবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পাবনা স্টেশন থেকে ছেড়ে টেবুনিয়া, দাশুড়িয়া, মাঝগ্রাম (ইঞ্জিন ঘুরানো), চাটমোহর, বড়ালব্রীজ, উল্লাপাড়া ও শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশনে যাত্রা বিরতি দিয়ে সরাসরি ঢাকা বিমানবন্দর হয়ে কমলাপুর পৌঁছাবে। রেলমন্ত্রী ওইদিন শুধু ঢাকা-পাবনা সরাসরি রেল সার্বিস চালুর কথাই বলেননি, তিনি বহুল প্রত্যাশিত কাজিরহাট ফেরীঘাট স্থানান্তর প্রসঙ্গেও বলেছেন। মন্ত্রী জানান, এটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম থাকে, সেটা এরইমধ্যে চালু হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি, ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি যেহেতু পাবনাবাসীর দাবি, এছাড়া এখানে বৃহত্তর বা জনস্বার্থ রয়েছে- ফলে বর্তমান সরকার দ্রুত সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোটেকট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম রেজা হাবিব, পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবু তালেব মন্ডল, পাবনা-সিরাজগঞ্জ সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আরেফা সুলতানা রুমা, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহসহ রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

চলছে জেলা প্রশাসক

প্রথম পৃষ্ঠার পর : অনুযায়ী ৩ জুলাই বিকেলে খেলা হয়েছে পাবনা সদর ও আটঘরিয়া উপজেলা, ৪ জুলাই সুজানগর ও ঈশ্বরদী উপজেলা, ৫ জুলাই সাঁথিয়া উপজেলা বনাম ১ম ম্যাচ বিজয়ী উপজেলা, ৬ জুলাই ফরিদপুর উপজেলা বনাম ২য় ম্যাচ বিজয়ী উপজেলা, ৭ জুলাই চাটমোহর উপজেলা বনাম ভাঙ্গুরা উপজেলা, ৮ জুলাই বেড়া উপজেলা বনাম পাবনা পৌরসভার মধ্যে। ১০ জুলাই সেমিফাইনাল খেলা হয়েছে ৩য় ম্যাচ বিজয়ী বনাম ৫ম ম্যাচ বিজয়ী, ১১ জুলাই ৪র্থ ম্যাচ বিজয়ী বনাম ৬ষ্ঠ ম্যাচ বিজয়ী দলের মধ্যে। এরপর আগামী ১৭ জুলাই ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবার কথা ৭ম ম্যাচ বিজয়ী বনাম ৮ম ম্যাচ বিজয়ী দলের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, গত ২ জুলাই সকালে পাবনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ট্রফি উন্মোচনের মধ্যদিয়ে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এই আকর্ষণীয় ট্রফি উন্মোচন করেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরুজ্জামান, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার ও সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, ক্রীড়া সংস্থা ও ক্রীড়াপ্রেমী তরুণসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ বুলবুল কলেজে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার ঐতিহ্যবাহী শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০২৬ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ জুন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচি অনুযায়ী, আমন্ত্রিত অতিথিরা জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বেলুন উড়িয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। পরে শিক্ষার্থীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করেন। এটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আরিফা সুলতানা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাচের সহস্রাধীক প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন পর সহপাঠীদের সঙ্গে সাক্ষাতে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, ফটোসেশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আরও অংশ নেন সড়ক যোগাযোগ ও রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, সেলিম রেজা হাবিব, আবু তালেব মন্ডল, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, জেলা পরিষদ প্রশাসক জহুরুল ইসলাম বিশু, কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত নাগ, রেল সচিব ফাহিমুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সুফী উল্লাহসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

প্রেসক্রিপশন সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর : হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এবারও সিজারের সম্ভাবনা থাকায় তিনি চিন্তিত, কারণ এই বিশেষায়িত হাসপাতালে বর্তমানে সিজার বন্ধ রয়েছে।

শহীদুল ইসলামের কথা : একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানান সাধুপাড়া গ্রামের মো. শহীদুল ইসলাম। তিনি তার ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে নিয়মিত এখানে আসেন। শহীদুল বলেন, 'বেসরকারি ডাক্তার দেখানোর টাকা আমার নেই। কিন্তু এখানে এসে শুধু প্রেসক্রিপশন পাই। তবুও আসতে হয়, যাতে আমার স্ত্রী সরকারের গর্ভকালীন ভাতা পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন।'

সরেজমিন চিত্র : ২০ শয্যার এই হাসপাতালটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত। দেখা গেছে, ভেতরের শয্যাগুলো খালি পড়ে আছে। গত জানুয়ারি (২০২৬) থেকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারটি (ওটি) সম্পূর্ণ অচল ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ওটির অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. ঊর্মি সাহা বলেন, 'আমাদের দুটি অপারেশন টেবিলসহ একটি ওটি থাকলেও অ্যানেস্থেসিয়া মেশিনটি প্রায় ৪০ বছরের পুরনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তাররা এই মেশিন থেকে বৈদ্যুতিক শক পর্যন্ত খেয়েছেন।' তিনি আরও জানান, হাসপাতালের জন্য বছরের পর বছর ধরে কোনো নতুন যন্ত্রপাতি বা সরকারি বরাদ্দ আসেনি। কোনো অ্যানেস্থেটিস্ট (অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার চিকিৎসক) না থাকায় গত ছয় মাসে এই হাসপাতালে একটিও সিজারিয়ান অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। ডা. ঊর্মি সাহা বলেন, 'আমরা এখন কেবল স্বাভাবিক প্রসব (নরমাল ডেলিভারি) করাচ্ছি। কিন্তু আমাদের ডেলিভারি কিটেরও তীব্র সংকট রয়েছে। অনেক সময় মাত্র দুটি কিট দিয়ে আমাদের পাঁচটি ডেলিভারি সামলাতে হয়।'

হাসপাতালের নথিপত্র অনুযায়ী, গত ১১ মাসে (জুলাই ২০২৫ থেকে মে ২০২৬) এখানে ৬৭৭টি স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে, যা মাসে গড়ে প্রায় ৬১টি। তবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সিজারিয়ান অপারেশন সম্পূর্ণ বন্ধ। দুই বছর ধরে নেই ওষুধের সরবরাহ।

সেবা নিতে আসা দরিভাউডাঙ্গা গ্রামের গৃহিণী আমিনা বেগম বলেন, 'স্বাভাবিক প্রসবের জন্যও আমাদের বাজার থেকে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকার ওষুধ ও স্যালাইন কিনে আনতে হয়। হাসপাতাল থেকে কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। কোনো জটিলতা দেখা দিলে সরাসরি অন্য হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে।'

হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট মো. কামরুল ইসলাম অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'গত দুই বছর ধরে প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধের কোনো সরকারি সরবরাহ নেই। আমরা শুধু কিছু পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী (কনডম, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি) বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাই। স্যালাইন, সার্জিক্যাল টুলস বা ডেলিভারির ওষুধ- ইত্যাদির কিছুই নেই। রোগীরা বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে কেনেন। এছাড়াও হাসপাতালের ল্যাবটিতে কেমিক্যাল রিএজেন্টের অভাবে সব ধরনের পরীক্ষা করা সম্ভব হয়না। জ্বালানি বরাদ্দের অভাবে গত দুই বছর ধরে হাসপাতালের একমাত্র অ্যাম্বুলেন্সটি গ্যারেজে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।'

৬০ বছরের পুরনো হাসপাতাল, সংস্কার হয়েছিল ১৯৯২ সালে : ১৯৬৪ সালে মাতৃসদন হিসেবে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৫ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে আসে। সারা দেশে স্বাস্থ্য খাতের ব্যাপক উন্নয়ন হলেও ৬০ বছরের পুরনো এই হাসপাতালটি অবহেলিতই রয়ে গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৯২ সালে এখানে শেষবারের মতো সামান্য সংস্কার কাজ হয়েছিল। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে এবং ওয়ার্ডগুলো প্লাবিত হয়ে যায়। ডা. ঊর্মি সাহা একাই এই হাসপাতালের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সমস্ত জটিলতার রোগীদের দেখছেন। এর পাশাপাশি জেলাজুড়ে চিকিৎসক সংকটের কারণে তাকে আরও দুটি উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, যা রোগীর নিয়মিত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে পাবনা জেলা পরিবার পরিকল্পনার উপ-পরিচালক এ বি এম শরিফুল হক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, 'এই চিত্র কেবল পাবনার নয়, দেশের বেশিরভাগ পরিবার পরিকল্পনা হাসপাতালের। বাস্তবতা এটিই। আমাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ, সরঞ্জাম এবং জনবলের ঘাটতি রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই সংকট সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। সবকিছুই আসলে ফান্ড অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা জেলায় মৌলিক মাতৃস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

ঈশ্বরদীতে চিকিৎসা

শেষের পৃষ্ঠার পর : বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা রুমা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. কবির উদ্দিন আহমেদ, পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, পাবনার জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এটিএম খলিলুর রহমান, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রফেসর ডা. কামরুল ইসলাম, মেগাসান তুরস্কের চেয়ারম্যান আরিফ সিলেকতিন, ভাইস চেয়ারম্যান হায়ারেতিন সিলেকতিন এবং মেগাসান বাংলাদেশের চেয়ারম্যান নাজিফা বিনতে হাসান।

বিরল অভিযানে উত্তর

শেষের পৃষ্ঠার পর : পারমাণবিক শক্তি, আর্কটিক অনুসন্ধান এবং বিকাশমান নতুন প্রযুক্তির ওপর একটি বিজ্ঞান কুইজ, বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় শিক্ষামূলক ওয়েবিনার এবং কীভাবে পারমাণবিক প্রযুক্তি আজকের বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে- শীর্ষক চূড়ান্ত উপস্থাপনা। বিজ্ঞান, শিক্ষা, পারমাণবিক শিল্প এবং আর্কটিক গবেষণায় যুক্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগীদের মূল্যায়ন করেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থী প্রত্যয় তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'আমার কাছে এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, এমন একটি অনন্য সুযোগ পেয়েছি। এমন একটি অভিযানে অংশ নেওয়া কেবল ভ্রমণ নয়, বরং পরিচিত গন্ডি পেরিয়ে বিজ্ঞানের জগৎ কতটা বিশাল হতে পারে, তা দেখার এক দারুণ সুযোগ। এটা আমি অনুপ্রেরণা হিসেবে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে চাই।'

ফুটবলে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন সাঁথিয়ার স্কুলকে সংবর্ধনা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জাতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের টানা দ্বিতীয় বারের মতো চ্যাম্পিয়ন পাবনার সাঁথিয়ার জোড়গাছা ইউনাইটেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জেলা প্রশাসন সংবর্ধনা প্রদান করেছে। গত ২৫ জুন পাবনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উম্মে তাবাসসুম, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আক্তার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আবদুস সামাদ খান মন্টু, সাব্বির হোসেন বাচ্চু, রেহানুল ইসলাম বুলাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনেন এবং দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। পরে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এসময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতাও করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২০ জুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬-এর জাতীয় পর্যায়ের ফাইনালে ময়মনসিংহ বিভাগের নান্দাইল উপজেলার নান্দাইল আচারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপক্ষে ৪-২ গোলের বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে টানা দ্বিতীয় বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সাঁথিয়া উপজেলার জোড়গাছা ইউনাইটেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ সম্পাদনা পর্ষদের আলোচনা বৈঠক

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মাসিক জাতীয় পত্রিকা সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সম্পাদনা পর্ষদ ও উপদেষ্টা মন্ডলির এক আলোচনা সভা ও চা চক্র গত ২৬ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ ব্রেইন ফাউন্ডেশনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সম্পাদনা পর্ষদের আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ, উপদেষ্টা মন্ডলির জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, মতিনুল হাসান মতিন, ব্রেইন ফাউন্ডেশনের হাফিজুল ইসলাম জেমী প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। [ছবি : ৬-এর পৃষ্ঠায়]

দূরারোগ্য ৬ ধরনের রোগীদের মাঝে চেক বিতরণ

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ক্যান্সার, কিডনী সংক্রন্ত জটিলতাসহ ৬ ধরনের দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠান গত ৬ জুলাই সকালে পাবনা সদরের আলহাজ্ব আহেদ আলী ট্রাস্টে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পাবনা-৫ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার ছুফি উল্লাহ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পাবনা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের। অনুষ্ঠানে ক্যান্সার, কিডনী সংক্রন্ত জটিলতাসহ ৬ ধরনের দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ৪৯ জন রোগীদের মাঝে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার এবং দুঃস্থ্য ২০০ পরিবারের মাঝে ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

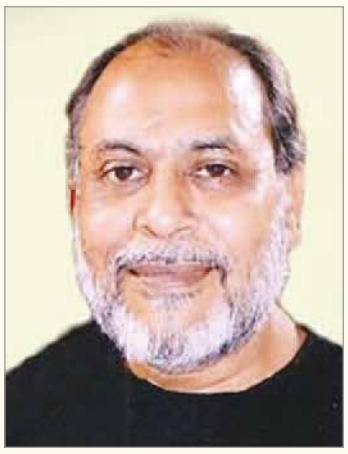

ইংরেজ ইতিহাসবিদ ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার (১৮৪০-১৯০০) লেখেন, '১৮৭৪ সালে পাবনা শহরের ক্ষেত্রফল ছিল ২ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৩০ জন। স্থানীয় জলের জন্য শহরে কোন উল্লেখযোগ্য পুকুর নেই। জলাশয় নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা ইছামতি নদীতে স্নান করে। রান্না-বান্না ও গার্হস্থ জীবন প্রবাহে এই পানি সংগ্রহ করে থাকে। সামান্য কয়েকটি পুকুর ও পাতকুয়া রয়েছে শহরে। বাজারের আশপাশের বাড়ি ও দোকানগুলো পাকা। শহরের প্রধান সড়কগুলো কাঁচা।'

দেড় শতকের গৌরব পাবনা পৌরসভা

মোসতাফা সতেজ

জনঘনত্বের প্রবল চাপে যে শহর প্রতিবর্গ মাইলে ৯২৯ জন জনসংখ্যা নিয়ে ১৯৪১ সালে উত্তরবঙ্গে প্রথম স্থান লাভ করে। যে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যে লক্ষীর বসতি। যে জনপদে তাঁতশিল্প ও ঘি মাখনের সুখ্যাতি। যে শহর গড়ে উঠেছে ইছামতি নদী তীরে। যে শহরে নীল বিদ্রোহ এবং প্রজা বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে অভিজাত শ্রেণী আশ্রয় নেয় নিরাপদ ভেবে। যে শহরে ১৯৭১ সালে প্রতিরোধ যুদ্ধে হানাদার বাহিনী নিধন করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে শহরবাসী। সেই পাবনা পৌরসভার দেড়শ বছর পূর্তি হয়েছে গত ১ জুলাইয়ে।

১৮৭৬ সালের ওই দিনে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংরেজদের হাতে গড়া এই ঔপনিবেশিক শহরে ১৮৬৮ সালে গঠিত হয় পাবনা টাউন কমিটি। এই কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিএ হামফ্রে। সদস্য ছিলেন ১৮ জন। ৮ বছর পর এই টাউন কমিটি মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে যায়। লর্ড লিটন তখন গভর্নর। ১৮৭৬ সালের ১ জুলাইয়ে প্রথম চেয়ারম্যান হন এফ ডাবলিউ জে রিজ। ভাইস চেয়ারম্যান এইচ এল জোন, সেক্রেটারি ডা. তারক গোবিন্দ মৈত্র। কমিশনার হন গর্ডন প্রাইস, অমরনাথ ভট্টাচার্য, মহিম চন্দ্র বসাক, প্রসন্ন চন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ। ইতিহাসে এঁরাই প্রতিবিম্বত। ওই বছরের ৩১ আগস্ট মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা নির্ধারণ করা হয় ৫ বর্গমাইল। ইছামতি নদীর এপার-ওপার ভাগ করা হয় নাগরিক শ্রেণিতে। পূর্বপাড়ে অভিজাত শ্রেণী এবং পশ্চিম পাড় স্থানীয় অধিবাসীর।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকালে পাবনায় জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন (১৮৭০-১৮৭৭) ডব্লিউ ভি জি টেইলর। ১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বছর রাজত্বকাল পূর্তি উপলক্ষে পাবনা পৌরসভা কল্যাণকর উদ্যোগ নেয়। লক্ষীনাথ প্রামানিকের টাকায় শহরে পানীয় জলের জন্যে শিবরামপুরে একটি দীঘি ঘনন করা হয়। জায়গাটি দান করেন তাঁতিবন্দের জমিদার অভয় গোবিন্দ চৌধুরী। দীঘিটি লক্ষী সাগর হিসেবে পরিচিতি পায়।

স্মরণযোগ্য যে, সিন্ধু সভ্যতার আগে যেমন আর্য জাতিতত্ত্ব ভারতকে সরাসরি আর্য-অনার্য দুটি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে বিভক্ত করে এবং ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে উচ্চ বর্ণীয় রক্তের সম্পর্ককে চাগিয়ে তোলা হয়- তেমনি পাবনা পৌর এলাকাতেও বিভক্তি কাজ করে দু'ভাগে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিকে আমূল বদলে দেয়। ১৮৭২ সালে ঘটে যাওয়া পাবনার প্রজা বিদ্রোহ সেই বদলের হাওয়াকে বেগবান করে তুলেছিল। শাসন সুবিধায়ই হয় পৌরসভা সৃষ্টি।

ইংরেজ ইতিহাসবিদ ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার (১৮৪০-১৯০০) লেখেন, '১৮৭৪ সালে পাবনা শহরের ক্ষেত্রফল ছিল ২ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৩০ জন। স্থানীয় জলের জন্য শহরে কোন উল্লেখযোগ্য পুকুর নেই। জলাশয় নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা ইছামতি নদীতে স্নান করে। রান্না-বান্না ও গার্হস্থ্ জীবন প্রবাহে এই পানি সংগ্রহ করে থাকে। সামান্য কয়েকটি পুকুর ও পাতকুয়া রয়েছে শহরে। বাজারের আশপাশের বাড়ি ও দোকানগুলো পাকা। শহরের প্রধান সড়কগুলো কাঁচা।'

কৃষি নির্ভর এরকম একটি জেলা শহরের বাসিন্দাদের প্রাপ্য নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়ার কমবেশি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন চেয়ারম্যানেরা। ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৭১ বছরে ৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেউ কেউ ৩ এবং ৪ মেয়াদে দায়িত্বে থেকেছেন।

১৯০৮ সাল থেকে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মৌলভী ওয়াছিম উদ্দিন আহমেদ। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২০ সালে তিনি খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৯১৫ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ৪ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. হেমচন্দ্র ভৌমিক। তার আমলেই শহর এলাকার ৬ মাইল কাঁচা রাস্তায় ইট বিছানো হয়। তিনি প্রতিদিন পালকিতে চেপে পৌরসভায় উপস্থিত হতেন। এরপরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক রায় রাধিকানাথ বোস বাহাদুর। তিনি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করা হয়। নির্মিত হয় পাওয়ার হাউজ। সড়কে সন্ধ্যা রাতে কেরোসিনের হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হতো। বিদ্যুৎ আসায় লাইট পোস্টে আলো জ্বলে ওঠে। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। পরবর্তী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন উকিল আশুতোষ রায়। তাঁর মেয়াদকালীন শহরে রিকশা গাড়ির প্রচলন হয়। শহীদ বুলবুল কলেজ ভবনটি তার বাসভবন ছিল। তিনি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, বিদ্যালয় স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরিকরণ, নর্দমা খনন করান। চেয়ারম্যান ডা. মনীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কার্যকালে চেয়ারম্যান আবদুল হামিদ তার সময়ে বার্ড এন্ড কোম্পানি জুবিলি স্কুলের পশ্চিম গভীর নলকুপ বসায়। তাঁর সময়ে পৌরসভাকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেন তাড়াশের জমিদার বনমালী রায়ের ছেলেরা। দায়িত্বরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার নামেই আবদুল হামিদ সড়ক স্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তী ধাপে আসেন বৃক্ষপ্রেমী এম রজব আলী। তিনি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপরে আবদুল আজিজ খান। তিনি ছিলেন ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। পানি সরবরাহ শক্তি বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। দেশে তখন পাক সরকার, সামরিক শাসন জারি। তখনও জীবন প্রবাহের মোড় ফেরা, আন্দোলন নানাভাবে স্পর্শ করে গেছে শহরবাসীকে। আর্থ-সামাজিক প্যাটার্নের ধাক্কায় দুলে উঠেছে এ ভূখন্ড। ঘটনাগতি থামিয়ে দিয়েছে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন। ১৯৬০ সালের জুন থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে ২২ জন মনোনীত কর্মকর্তা পদাধিকার বলে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে গেছেন প্রশাসক হিসেবে। কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সৈয়দ আজগর হোসেন জায়েদী, ৬৬ সাল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বর্তমানের পাবনা পৌরসভা ভবন

ফটো গ্যালারি

১. ৫ জুলাই পাবনা জেলা পরিষদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু
২. ৪ ও ৫ জুলাই পাবনা প্রেসক্লাব পরিবার সদস্যদের জন্য চক্ষু শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
৩. নজরুল বর্ষের বিভিন্ন প্রতিয়োগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা
৪. জাতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পাবনা সাঁথিয়ার জোড়গাছা ইউনাইটেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ২৫ জুন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম
৫. ২০ জুন পাবনায় দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
৬. ২৬ জুন রাজধানীর তোপখানা রোডে সম্প্রীতি বাংলাদেশ সম্পাদনা পর্ষদের সভা

বাজেট কেন বাজাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : নারী উদ্যোক্তাদের করমুক্ত টার্নওভারের সীমা ৫০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ লাখ টাকা করা হয়েছে, ভোজ্যতেল উৎপাদক দেশিয় কোম্পানির জন্য ১০ বছর কর অব্যাহতির সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বড় ধরনের কর বা শুল্ক বৃদ্ধি থেকে বিরত থেকে সাধারণ ব্যবসা ও নিম্নবিত্তদের স্বস্তি দেওয়া হয়েছে, শিক্ষার মানোন্নয়নে ৫৬% এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ১ লাখ ৪৪ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে, প্রায় ২ কোটি ৫৫ লাখ সুবিধাভোগীর মাঝে নগদ সহায়তা (ক্যাশ ট্রান্সফার) দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনকারী এবং পরিবেশবান্ধব (গ্রিন) শিল্পের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবেশের কথা বিবেচনা করে ইলেকট্রিক গাড়ির (ইভি) শুল্ক ও কর কমানো হয়েছে। পর্যটন শিল্পকে প্রথমবারের মতো 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' বা সৃজনশীল অর্থনীতির আওতায় এনে সরকারি তহবিলের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড চালুর অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যূনতম করের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের (ট্যাক্স রিফান্ড) জন্য ১২০ দিনের একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক করা হয়েছে। বাজেটে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঙ্কের (৯.৩৮ লাখ কোটি টাকা) ব্যয় ধরা হলেও কর ফাঁকি রোধ ও সামাজিক খাতকে শক্তিশালী করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবার কার্ড, কৃষক কার্ড, ডিজিটাল উপকারভোগী ডাটাবেজ, জি-টু-পি পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ কোটির বেশি মানুষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা পাবেন।

তবে বাজেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বাজেট বাস্তবায়ন বড় মাপে চ্যালেঞ্জের। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে বাজেট দেশ ও জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলবে। বিশ্লেষকদের মতে, বাজেটের সফলতা নির্ভর করে সাধারণ মানুষের আয়, কর্মসংস্থান, ক্রয়ক্ষমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কতটা শক্তিশালী হয়েছে- তার ওপর। বিশেষ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে নিম্নআয়ের মানুষের জীবনমান উন্নত করতে না পারলে কোনও বাজেটই প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারে না। উদ্বেগের বিষয় হলো, মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। গত এক বছরে মজুরি বেড়েছে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ, যা মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম। ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। অর্থাৎ মানুষ আগের মতোই কাজ করছে, কিন্তু সেই আয় দিয়ে আগের তুলনায় কম পণ্য ও সেবা কিনতে পারছে। এই পরিস্থিতি শুধু বর্তমান ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করছে না, বরং পরিবারগুলোর সঞ্চয় ক্ষমতাও কমিয়ে দিচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যেখানে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির প্রায় ২৬ শতাংশ ছিল, বর্তমানে তা ২১ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছে। ফলে অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলার সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আবার বাংলাদেশের অধিকাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবিকা নির্ভর করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), তৈরি পোশাক শিল্প এবং অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতের ওপর। কিন্তু বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এসব কর্মসংস্থাননির্ভর খাতের প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক কিছু নেই। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ১ দশমিক ৭৬ শতাংশে। তৈরি পোশাক খাত এখনও দেশের প্রধান রফতানি খাত হলেও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, বাজার সংকোচন এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি কমে যাচ্ছে। কৃষি ও এসএমই খাতেও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনশীলতা ও বিনিয়োগ বাড়েনি। ফলে তরুণ, নারী, শিক্ষিত বেকার, ক্ষুদ্র কৃষক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

এদিকে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) বাজেট বাস্তবায়নে প্রকৃত ঘাটতি নিয়েও ভিন্ন তথ্য দিয়েছে। র‍্যাপিড বলেছে, প্রকৃত ঘাটতি দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা। র‍্যাপিড চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক বলেন, 'যদি সরকার মনে করে তারা ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করবে, তাহলে এই বাজেট ঘাটতি ২ লক্ষ ৪৩ হাজার (বাজেটে লক্ষ্য) থেকে অনেক অনেক বেশি হবে। বাজটে পুরো বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রায় চার লাখ কোটি টাকার প্রকৃত ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এনবিআরের ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্য ধরা হয়েছে সেখানে অন্ততপক্ষে এক লাখ কোটি টাকার ঘাটতি থেকে যাবে। স্থিতিশীলতা তৈরি না করে সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্য ধরেছে, তা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে। কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির সাবেক প্রধান এম এ রাজ্জাক বলেন, 'সরকার যে বিদেশি ঋণ ধরে বাজেট অর্থায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, সেখানেও ৫০ হাজার কোটি টাকা ঋণ কম মিলবে। কারণ বিদেশ থেকে যে ঋণ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই ঋণও পুরাটা পাওয়া যাবে না। আগামী বছরে আমরা খুব ভালো করলেও যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ আনতে পারব এবং আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা, সেটার মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার একটা ঘাটতি থাকবে।'

বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সরকার তার ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট অনুযায়ী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। এটা পূরণ করা হবে এনবিআর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) থেকে ৮৬.৯০ শতাংশ, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে ৩.৬০ শতাংশ, এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে ৯.৫০ শতাংশ আয় থেকে। এছাড়া ঘাটতি ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক ঋণ থেকে আসবে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ খাতের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেওয়া হবে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা।

এনবিআর থেকে আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে বিশ্লেষকদের হিসাব হলো- সরকার রাজস্ব থেকে যে আয়ের পরিকল্পনা করে থাকে- তা অতীতে কখনও সিকি ভাগের কাছাকাছিও যায়নি। অর্থাৎ রাজস্ব আয় যা ধরা হয়েছে তার ৭১ শতাংশই কম আয় হয়েছে। যেমন, এনবিআর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (যখন দেশের অর্থনীতি গতিশীল বা স্বাভাবিক ছিল) আয় করে ১৫.৪০ শতাংশ, তার আগে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১১.০০ শতাংশ। বিশ্লেষণ বলছে, অর্থনীতি গতিশীল বা স্বভাবিক থাকা অবস্থায়ই যেখানে এনবিআরের রাজস্ব আয় ছিল ১৫.৪০ শতাংশ, সেখানে বর্তমানের উল্টো অর্থনৈতিক অবস্থায় ৮৬.৯০ শতাংশ আয়ের আশা রীতিমত কাল্পনিক বা অবাস্তব। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এমন বাস্তবতায় সরকারের ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার আয় আসবে কোথা থেকে? সূত্র মতে, এ ক্ষেত্রে সরকারকে হয় তার আয় ব্যাপকভাবে কাটছাট করে কমিয়ে ফেলতে হবে। এটা করলে ফল হবে হিতে বিপরীত। অর্থাৎ সরকার জনগণের সামনে যে উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধার বড় বড় অঙ্গীকার করেছে- তা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আবার যদি কাটছাট না করে, তাহলে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করতে হবে। তাতে করে পুরো বাজেটই বৈদেশিক ঋণ নির্ভর হয়ে পড়বে। আর এ ঋণের দায় জনগণের ঘাড়েই পড়বে। অর্থাৎ সরকারের যাবতীয় খরচের ভার বইতে হবে জনগণকে, ঋণের বোঝাও টানতে হবে জনগণকে।

আরেকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো, বাজেট ব্যায়ের আরেক নির্ভরতার জায়গা হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্যাংককে। ব্যাংক খাত থেকে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোট এক লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এক লাখ ১২ হাজার কোটি টাকাই নেওয়া হবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে। এমনিতেই ব্যাংকগুলোর অবস্থা একেবারেই খারাপ, নানা জটিলতায় এ সেক্টর বড় রকমের বিপর্যয়ে রয়েছে। তার উপর নতুন চাপ আরেক জটিলতা তৈরি করবে কিনা- তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এনবিআরের কর এবং বিদেশি ঋণের সঙ্গে যেমন জনগণের টাকার হিসাব জড়িত, তেমন ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সরকারি ব্যয়ের বিষয়টিও জনগণের টাকার সঙ্গে জড়িত। কারণ ব্যাংকে জনগণের টাকাই জমা রাখা হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, কর্মসংস্থানমুখী খাতগুলোকে শক্তিশালী না করে শুধু প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করলে তার সুফল সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে পৌঁছাবে না। একইসঙ্গে ডলারের উচ্চ মূল্য ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য দ্বিমুখী চাপ তৈরি হয়েছে- একদিকে আয় কমছে, অন্যদিকে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। বাজেটে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপের বিষয় নেই। বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় রেকর্ড বরাদ্দ থাকলেও ঘাটতি রয়ে গেছে। ধনসম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর কিংবা আয়বৈষম্য কমানোর জন্য শক্তিশালী পুনর্বণ্টনমূলক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। বেকারত্ব ভাতা চালুর মতো উদ্যোগও বাজেটে স্থান পায়নি। একইসঙ্গে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, দলিত, হিজড়া সম্প্রদায় এবং নগর বস্তিবাসীদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর বিষয়েও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, রাজস্ব আদায়ের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন করা কর প্রশাসনের জন্য বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে জনগণে উপর জবরদস্তির আশঙ্কা থাকছে, যার ফলে অসন্তোষ তৈরি ছাড়াও সামাজিক ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ। টার্গেট করা রাজস্ব আহরণ সম্ভব না হলে, সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে বৈদেশিক ঋণ থেকে। যা দেশকে আরও ঋণগ্রস্ত করবে এবং সে ঋণের পরিশোধ দায় জনগণের উপরই পড়বে। মাঝখান থেকে সরকার, মন্ত্রী, আমলারা আয়েশ করার সুযোগ পাবেন। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকায় কালোরা রক্ষা পাবে। আবার সঞ্চয়পত্রে বাড়তি কর বসানোর কারণেও মানুষ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হবেন। পে-স্কেল বাস্তবায়নের ঘটনাও সামাজিক বৈষম্য বড় মাপে বাড়াবে। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ঋণ নির্ভর বাজেট আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। যেখানে সরকার খরচ চালানোর কর আদায় করতে পারছে না, সেখানে যদি বড় অংকের ঋণের উপর নির্ভর করা হয়- তাহলে অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার বদলে উল্টো পথে চলতে পারে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই মুহূর্তে দেশে দরকার নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। কিন্তু সরকার যদি খরচ চালাতে ব্যাংক থেকে বেশি পরিমান ঋণ নেয়- তাহলে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এতে নতুন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায় বিনিয়োগ কমে যাবে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এই বাজেটে বৈদেশিক ঋণের ওপর তুলনামূলক বেশি নির্ভরতা এবং বিভিন্ন খাতে বড় অঙ্কের থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।' বাজেটে কালোটাকা সাদা করা প্রসঙ্গে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'অর্থনৈতিকভাবে এটা যুক্তিসংগত নয়, এটা নৈতিকভাবেও কাম্য নয়। কারণ, যাঁরা সঠিকভাবে কর দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য এটা একটা অনুৎসাহের। রাজনৈতিকভাবেও এটা ইতিবাচক নয়। কারণ, সাধারণ মানুষ মনে করেন- যারা দুর্নীতি করেছে, কর ঠিকমতো দেয়নি, সরকার তাদের সুবিধা দিয়েছে আর আমাদের (সাধারণ মানুষ) ওপরে চাপিয়েছে কর। অর্থাৎ, কালোটাকা সাদা করার সুযোগ করবৈষম্য বাড়াবে।'

চলনবিলের ভাসমান স্কুল

চলনবিলের ভাসমান স্কুলের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

চলনবিল এলাকার (পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ) নদী ও জলপথকে কেন্দ্র করে সৌরশক্তিচালিত ভাসমান স্কুল পরিচালনার জন্য সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ইউনেস্কো কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার-২০২৫ পেয়েছে। গত ১০ জুন রাজধানীর হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চলনবিল অঞ্চলের দুর্গম ও জলাবদ্ধ এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশনের (বিএনএফই) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) দেবব্রত চক্রবর্তী এবং ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের (ক্যাম্পে) নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও অফিস প্রধান ড. সুসান ভাইজ। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে ইউনেস্কো ঢাকার শিক্ষা বিভাগের প্রধান নোরিহিদে ফুরুকাওয়া ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার-২০২৫ এবং এ বছরের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল যুগে সাক্ষরতার প্রসার' বিষয়ে উপস্থাপনা করেন।

সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা সূত্র জানিয়েছে, এই সংস্থার ভাসমান বিদ্যালয় প্রকল্প একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের বৃহত্তম জলাভূমি অঞ্চল চলনবিলের জলপথে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে স্থানীয় শিশুদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে বর্ষাকালে পানিতে নদী-খাল উপচে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকক্ষের সব সুবিধাসম্পন্ন নৌকাভিত্তিক এই ভাসমান বিদ্যালয় শিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি করছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে সিধুলাই ৫৬টি নৌকা পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ২৬টি ভাসমান শ্রেণিকক্ষ, ১০টি ভাসমান গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাব এবং ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকি নৌকাগুলো স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলা এবং পরিবহন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় নৌকা নির্মাণ জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত প্রতিটি নৌকায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।

পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার নির্বাহী পরিচালক স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ান বলেন, এই স্বীকৃতি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করা অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যতে আরও মানুষের কাছে পৌঁছানোর অনুপ্রেরণা।

সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থাকে ইউনেস্কো কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার প্রদান

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

মঙ্গলবার
১৪ জুলাই ২০২৬
৩০ আষাঢ় ১৪৩৩
২৮ মহররম ১৪৪৮

অনিয়মের বলি পাটক্রয় কেন্দ্র

কর্মকর্তারা বলছেন : ‘স্যারকে বলেছি’ ‘চিঠি এসেছে’ ‘উচ্ছেদ হবে’ ইত্যাদি

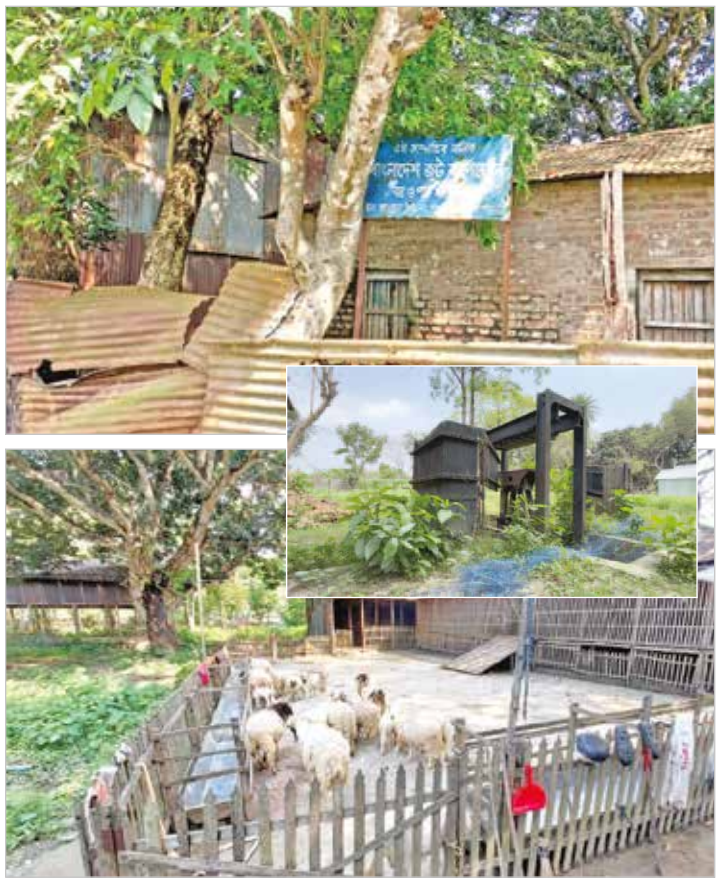

ভাঙ্গুড়া পাটক্রয় কেন্দ্রের জমিতে বাড়ি, পশুর খামার এবং অযত্ন অবহেলায় নষ্ট হওয়া মেশিনপত্র (ইনসেটে)। -সম্প্রীতি বাংলাদেশ

শাহীন রহমান

সাড়ে তিন একর জায়গা নিয়ে বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের ভাঙ্গুড়া পাটক্রয় কেন্দ্র। দীর্ঘদিন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সুযোগ নিয়েছে দখলবাজরা। তারা ইচ্ছেমত জায়গা দখল করেছেন। সেখানে জমিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। গড়ে তুলেছেন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ক্যাডেট মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দিরসহ নানান স্থাপনা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পাবনার ভাঙ্গুড়া বড়ালব্রিজ রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই চৌবাড়িয়া গ্রাম। এর পাশে বড়ালব্রিজ রেলওয়ে খেলার মাঠ। দক্ষিণ পাশে পাটক্রয় কেন্দ্র। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এটির কার্যক্রম বন্ধ। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ বলতে পারেননি যে, কেন্দ্রটি ঠিক কবে নাগাদ বন্ধ হয়। তবে ৯০ দশকের শেষ নাগাদ পাটক্রয় কেন্দ্রটি বন্ধ হয় বলে ধারণা পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই পাটক্রয় কেন্দ্রের বেশিরভাগ জমিই এখন প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলে। দখল করা জায়গায় তারা গড়ে তুলেছেন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনের চোখের সামনে প্রকাশ্যে এই দখলবাজি চললেও ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ফলে দখলদারদের থাবায় ক্ষতবিক্ষত এই সরকারি জমি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত এক দশকে পাটক্রয় কেন্দ্রের জমিতে অবাধে গড়ে উঠেছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন, স্কুল, মাদ্রাসা- এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও। অবৈধ স্থাপনা ভাড়া দেয়ার পাশাপাশি বিক্রিও করেছেন অনেকে। অভিযোগ অনুযায়ী, দখলবাজদের মধ্যে বিএম গোলজার হোসেন একজন। তিনি ২০২৩ সাল থেকে জুট কর্পোরেশন কাছ থেকে পাটক্রয় কেন্দ্রের ২ দশমিক ১৯ একর জমি বৈধ প্রক্রিয়ায় ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে বিজেসির মূল্যবান যন্ত্রপাতি বিক্রি ও স্থাপনায় সাব ভাড়াটিয়া বসিয়েছেন। আলাপকালে চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামের ৭০ উর্ধ্ব বয়সী নুরুল ইসলাম বলেন, এই জায়গাটা এক সময় খুব জমজমাট ও উন্নত ছিল। ব্যবসায়িক কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। ভালভাবেই চলছিল পাটক্রয় কেন্দ্র। কিন্তু এক দশক আগে হঠাৎ-ই বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যে প্রদীপ নিজেকে পুড়িয়ে আলো দেয় অন্যদের

নাজিম উদ্দিন খোকা সাদা মনের মানুষ

রিজভী রাইসুল ইসলাম

‘নক্ষত্রের মতো শান্ত হয়ে রয় যারা এই পৃথিবীর ভিড়ে, তারাই তো আলো দেয় মানুষের ক্লান্ত সব নীড়ে।’ জীবনানন্দের এই চরণের সার্থক প্রতিবিম্ব নাজিম উদ্দিন খোকা, সবার প্রিয় ‘খোকা মামা’। পাবনা শহরের আবদুল হামিদ রোডের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক সাধারণ স্টেশনারি দোকানী হয়েও যিনি কয়েক প্রজন্মকে আগলে রেখেছেন পরম মমতায়। সূর্যসম বিত্ত বা ক্ষমতা না থাকলেও, মাটির প্রদীপের মতো নিজেকে পুড়িয়ে গত সাড়ে তিন দশক ধরে তিনি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

নব্বইয়ের দশকে পাবনা শহর যখন মাদকের ছোবলে নীল, তখন মেধাবী তরুণদের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নাজিম উদ্দিন খোকা। তাঁর ছোট্ট দোকান ‘রুমা স্টেশনারি’ কেবল খাতা-কলম বিক্রির জায়গা ছিল না; সেটি ছিল মেধাবীদের স্বপ্ন বুননের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৯০ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাবনার সেরা মেধাবীরা স্কুল-কলেজ শেষে আড্ডায় জমতো খোকার দোকানে। সেই আড্ডা বিপথে যাওয়ার নয়, বরং বড় হওয়ার। স্বপ্নবাজ কিশোরদের তদারককারী ও অভিভাবক হতে হতে সাধারণ নাজিমুদ্দিন কখন যে সবার প্রিয় ‘খোকা মামা’ হয়ে উঠলেন, তা তিনি নিজেও জানেন না।

অসচ্ছলতার কারণে খোকার নিজের খুব বেশি পড়াশোনা করা হয়নি। কিন্তু দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ঈশ্বরদীতে চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন প্ল্যান্টের যাত্রা

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঈশ্বরদীতে প্রথমবারের মত দেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পের যাত্রা শুরু করেছে। গত ৪ জুলাই তুরস্ক ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ‘মেগাসান মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশ লিমিটেড’ নামের এই প্লান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এই ইন্ডাস্ট্রিজ বা প্লান্ট আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একইসঙ্গে এটি বাংলাদেশের চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছে দিতে ভূমিকা রাখবে। সূত্র জানায়, মেগাসান তুরস্ক বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮৫টি দেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি রফতানি করে থাকে। ঈশ্বরদীতে এই প্লান্ট চালু হওয়ার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দেশেই এমন গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম তৈরির তুর্কী বিনিয়োগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ঈশ্বরদীর অরণকোলা এলাকায় স্থাপিত এই প্লান্টের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বিরল অভিযানে উত্তর মেরুতে যাচ্ছে বাংলাদেশি স্কুল শিক্ষার্থী প্রত্যয়

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রসাটমের সপ্তম আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক প্রকল্প আইসব্রেকার অব নলেজ-এর একজন বিজয়ী হিসেবে উত্তর মেরুতে এক বিরল অভিযানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্র মালেকুল সালেহীন প্রত্যয়। বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই সম্মানজনক সুযোগ অর্জন করেছেন প্রত্যয়।

গত ২৩ জুন মস্কোর মিউজিয়াম অব অ্যাটমিক এনার্জিতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। আগামী আগস্ট মাসে তারা বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক আইসব্রেকার ৫০ লিয়েত পাবেদি-তে চড়ে সুমেরু বা আর্কটিক অঞ্চলে এক অনন্য অভিযানে অংশ নেবেন। রাশিয়ার পরমাণু সংস্থা রোসাটম জানিয়েছে, তিনটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিল

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।